সংবাদ

তারিখ: 28 JAN 2014

প্রতিক্রিয়া

পাঠ্যপুস্তক উৎসবের আমেজ থাকুক সারা বছর

মো. আবুল বাশার

দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চালানো কঠিন কাজ নিঃসন্দেহে। আর এ সময়ে পত্রিকার পাতা খুললেই শিক্ষা নিয়ে যে কথাগুলো চোখে পড়ে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভেঙে পড়ছে শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে, বিপর্যস্ত শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষায় সর্বনাশ ইত্যাদি। কথাগুলো অবশ্যই যৌক্তিক ও সময়োপযোগী। তবে আমার কষ্ট লাগে এত প্রতিকূলতার মাঝেও যারা এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছেন তাদের কথা জোরালোভাবে আলোচনায় না আসার কারণে, বিশেষ করে শিক্ষকদের কথা। আমরা এমন হিসেবও দেখছি যে, কত শিক্ষা ঘণ্টা অপচয় বা নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এ হিসাব খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি না যে, কত ছুটির দিন বাদ দিয়ে শিক্ষকরা শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যয় করেছেন? শিক্ষকদের এই পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আমরা পেলাম গত ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বরের জেএসসি-জেডিসি ও পিএসসি পরীক্ষায় সোনামণিদের সাফল্যের সংবাদ। তখনই মনে হলো শিক্ষা বছরের প্রথম দিনের পাঠ্যপুস্তক উৎসবের আনন্দের মাধ্যমে শুরু হওয়া শিক্ষাবর্ষ শেষ হলো ফলাফলের আনন্দে। কিন্তু দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে শিক্ষার্থীরা সে আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেনি। তাছাড়া এ শিক্ষাবর্ষে নানারকম উৎকণ্ঠা, ভয়, আতঙ্ক ও ঝুঁকির মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়েছে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ পরিস্থিতির কারণে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবাই ছিলেন মানসিক চাপের মধ্যে। নতুন বছর শুরু হলো আরও বেশি চাপ নিয়ে। তবে আনন্দের কথা হচ্ছে বিগত কয়েক বছরের মতো এবারও জানুয়ারির ২ তারিখে অনুষ্ঠিত হলো পাঠ্যপুস্তক উৎসব। আর বাংলাদেশের মানুষের উৎসব তালিকা হলো অধিকতর সমৃদ্ধ। ডিসেম্বর মাসের শীতকালীন ছুটিতে বেড়াতে যেতে না পারা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের কথোপকথনে পাঠ্যবই উৎসবের দিন নিয়ে আলোচনা করতে শুনে আমার খুবই ভালো লেগেছে। আমার মনে হয়েছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছে ইংরেজি নববর্ষ উৎসবের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক উৎসব। শিশু-কিশোররা নতুন বই হাতে পেয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো এটাই তো একমাত্র উৎসব যেদিন শিক্ষার্থীরা খালি হাতে সকালে স্কুলে এসে বাড়ি ফিরতে পারে নতুন বই হাতে। আর নতুন বই হাতে নিয়ে নিজেকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কথা ভাবতে পারছে। ভাবতে পারছে অধিকার হিসেবে শিক্ষার কথা, নাগরিক হিসেবে তার প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা সর্বোপরি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে পারছে। শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস বিদ্যালয় আঙিনা ছাড়িয়ে পৌঁছে যায় বাড়ি পর্যন্ত। বয়স্ক পাঠকরা একবার ভাবুন তো আপনার শৈশব ও কৈশোরকালীন পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তির কথা অথবা আপনার সন্তানের পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কয়েক বছর আগের বিড়ম্বনার চিত্র। আগে পুস্তক কিনতে মার্চ-এপ্রিল গড়িয়ে যেত। তখন শুধু প্রাথমিকের ৪০ শতাংশ পুস্তক নতুন ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো। অন্য শিক্ষার্থীরা পেত পুরানো পুস্তক। এর ফলে একটি বৈষম্য সৃষ্টি হতো। সরকার মূল্য নির্ধারণ করে মাধ্যমিকের পাঠ্যপুস্তক ছাপাত এবং শিক্ষার্থীদের বইয়ের দোকান থেকে তা কিনে পড়তে হতো। গ্রামেগঞ্জে অসংখ্য দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়ে বছরের শুরুতে বই কিনতে না পেরে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়তো, ঝরেও যেত অনেকে। ২০০৯ সালে গঠিত সরকারের সময় এ অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। ২০১০ সালে ২.৭৬.৬২.৫২৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৯.৯০.৯৬.৫৬১ টি, ২০১১ সালে ৩.২২.৩৬.৩২১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৩.২২.২১.২৩৪ টি, ২০১২ সালে ৩.১২.১৩৭৫৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২২.১০.৬৮.৩৩৩টি, ২০১৩ সালে ৩.৬৮.৮৬.১৭২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৬.১৮.০৯.১০৬টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। আর এ বছর প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল ও কারিগরি বিদ্যালয়ের ৩.৭৩.৩৬.৬৭২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৬৮টি বিষয়ের মোট ২৯.৯৬.৭৫.৯৩৮টি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে ৫১ হাজার স্কুলে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। সেখানে ৬০.১৬.৫১৬ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১.৮০.৪৯.৫৮৮টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হবে। ওপরের তথ্যই বলে দিচ্ছে ২০১০ সালের তুলনায় বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উভয় সংখ্যাই অনেক বেড়েছে। যা শিক্ষায় প্রবেশগম্যতারই একটি প্রতিফলন। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ও নানারূপ প্রতিকূলতার মাঝেও সরকার ২০১০ থেকে ২০১৪ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ১২১.৩৮.৭১,১৭২টি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে যথাসময়ে পৌঁছে দিয়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আর এ জানুয়ারি মাসটিতে পাঠ্যপুস্তক উৎসব একটি মহা উৎসব হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। এ উৎসবের সঙ্গে শুধু শিক্ষার্থীই জড়িত নয়, জড়িত প্রধানমন্ত্রীসহ সব মন্ত্রী, এমপি শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক, প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, এনসিটিবি এর কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ শিক্ষা পরিবারের সব সদস্য তথা সর্বস্তরের জনগণ। এ উৎসবে ধনী-দরিদ্র, গ্রাম-শহর, ধর্ম-বর্ণ, স্বাভাবিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী কোন প্রকার বৈষম্য নেই। আবার সারাদেশে একযোগে পালিত হয়। সত্যিই অসাধারণ। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে বছরের শেষ দিন পর্যন্ত উৎসবের আনন্দ ম্লান হতে না দেয়া। আর এজন্য প্রধান কাজ হচ্ছে নিরাপদ পরিবেশ বজায় রেখে বিদ্যালয় খোলা রাখা ও বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষার্থীদের কর্মকাণ্ডকে পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিক করা। আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয় তথ্যভিত্তিকে। অনেকের মনে হতে পারে এখন তো সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়া হয় তাহলে শুধু তথ্যভিত্তিক বলছি কেন? আসলে সৃজনশীল প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞানের প্রধান তিনটি ক্ষেত্রের মাত্র একটি অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র পরিমাপ করা হয়। কিন্তু আমার আজকের আলোচনার বিষয় সেটা নয়। পাঠ্যপুস্তকের কথা বলছিলাম। এসব প্রশ্নের কোনটিই পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার নিশ্চিত করে না। নোট বা গাইড বই পড়েও এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়। একটি উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে যদি প্রশ্ন করা হয় তোমার বাংলা পাঠ্যপুস্তকের প্রথম কবিতা ও কবির নাম কী? এ প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থীকে অবশ্যই পাঠ্যপুস্তক পড়তে হবে। আবার প্রত্যেকটি পাঠ্যপুস্তকের পেছনের পাতায় নীতি বাক্য ও বাণী লেখা আছে। এটাও তারা মানে কিনা তা যাচাই করা যেতে পারে। কিন্তু তাদের যদি প্রথম কবিতা থেকে সৃজনশীল বা অন্য যে কোন ধরনের প্রশ্ন করা হয় তাহলে ওই কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর পাঠ্যবই না পড়েও নোট, গাইড বা অন্য কোন সহায়ক বইয়ের সহায়তায় দিতে পারবে। কাজেই শিক্ষকের কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থী যাতে শ্রেণীকক্ষের ভেতরে ও বাইরে পাঠ্যপুস্তক পড়ে সে ব্যবস্থা করা। শিক্ষকদের নিজেদেরকেও নিজ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পড়ার অভ্যাস করতে হবে। কেননা অন্য বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকও নিজ বিষয়ের সহায়ক বই হিসেবে কাজ করে। কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তাদের অনেকেই নিজ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের সবটুকু পড়েননি। পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার বৃদ্ধি ও পাঠ্যপুস্তক উৎসবকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য যা করা যেতে পারে- এক. সবার জন্য সম্ভব না হলেও মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য ডিগ্রি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা; দুই. পাঠ্যপুস্তকের ছবিগুলো রঙিন করা; তিন. এনসিটিবির ওয়েবসাইটে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার সব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ই-বুক ফর্মে দেয়া; চার. এনসিটিবির ওয়েবসাইটের সব পাঠ্যপুস্তক ছবি ফরমেটে নয় টেক্সট ফরমেটে এ দেয়া; পাঁচ. যতদিন হার্ড কপিতে রঙিন ছবি দেয়া সম্ভব না হয় ততদিন পর্যন্ত কমপক্ষে ওয়েব কপিতে রঙিন ছবি সংযোজন করা; ছয়. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতার আয়োজন করা; সাত. শিক্ষকদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণে পাঠ্যপুস্তকের যথাযথ ব্যবহার ও পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে শিক্ষাক্রমের সামঞ্জস্যতা বিষয়ক সেশন অন্তর্ভুক্ত করা; আট. টিচার্স ট্রেনিং কলেজের জন্য চাহিদা মোতাবেক পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা; নয়. পাঠ্যপুস্তকের লেখক, সম্পাদক ও সমন্বয়কের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংযুক্ত করা এবং প্রতিটি বিষয়ের লেখক হিসেবে শিক্ষাবিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানসমৃদ্ধ কমপক্ষে একজন লেখক নির্বাচন করা; দশ. পাঠ্যপুস্তকের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন, শিক্ষকদের মাঝে সরবরাহ ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করা; এগারো. সব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অ্যাপ্রোচে পাঠগুলো উপস্থাপন করা; বারো. শিক্ষকের চাহিদা অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন ও তা সরবরাহ করা। আমাদের দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত সব বিষয় পড়ানোর জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই। কাজেই এক বিষয়ের শিক্ষককে অন্য বিষয় পড়াতে হয়। তখন শিক্ষণ বিষয়ের নানা প্রচলিত ও অপ্রচলিত ধারণাগুলো সম্পর্কে অস্পষ্টতা নিয়েই শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। আমার জানামতে ভূগোল ভিন্ন অন্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী একজন শিক্ষক মাধ্যমিক স্তরের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়টি পড়াতে গিয়ে শৈলশিরা, শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি, প্লাইস্টোসিন কাল ও টারসিয়ারি যুগের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বিপাকে পড়েছেন। সব বিষয় থেকেই এরকম অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে। তাছাড়া সাম্প্রতিক তথ্য শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেয়াও জরুরি। কাজেই নাম যাই থাকুক না কেন শিক্ষকদের উল্লিখিত ধরনের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা ও শিক্ষককে কেতাদুরস্ত রাখার জন্য সহায়ক পুস্তক প্রয়োজন। এবার আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চাই, এ বছর ইংরেজি নববর্ষের শুরুতে কয়েকজনকে আমি মোবাইল মেসেজে একই সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক উৎসব ও ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছি। বার্তা গ্রহণকারী আরও কারও কাছ থেকে সাড়া পেয়েছি আবার কেউ ছিলেন নীরব। পাঠকই বলতে পারবেন কাজটি ভালো করেছি কিনা? আমি মনেপ্রাণে এটিকে একটি উৎসব হিসেবে নিয়েছি। পাঠ্যপুস্তক উৎসবের আনন্দ ধরে রাখার ক্ষেত্রে সবশেষে বলতে চাই, ফুল যেমন গন্ধ ছড়ায় আমাদের শিক্ষার্থীরাও পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেবে চারদিকে যা পাঠ্যপুস্তক উৎসবকে করবে আরও গৌরবান্বিত।

[লেখক : সহকারী অধ্যাপক, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ]
basharnsl@hotmail.com